ভারতের মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Defination and Nature of Fundamental Rights):

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে (১২-৩৫ ধারা) মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, এই সমস্ত অধিকারগুলি নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এই সমস্ত অধিকারগুলি 'মৌলিক' হিসাবে পরিচিত, কারণ এগুলি নাগরিকদের বস্তুগত, বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সহ সর্বাত্মক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এবং এগুলি দেশের মৌলিক আইন অর্থাৎ সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত। পণ্ডিত নেহেরু গণপরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৌলিক অধিকারগুলিকে সংবিধানের বিবেক বা 'Conscience of the Constitution' বলে উল্লেখ করেছেন। এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (১৯৫০) মামলায় সুপ্রিমকোর্ট মৌলিক অধিকারগুলিকে মহাসনদ বা 'Magna Carta' বলে আখ্যা দেন। বিচারপতি পি. বি. গজেন্দ্রগাদকার তাদের মৌলিক অধিকারগুলিকে 'গণতান্ত্রিক জীবনধারার ভিত্তিস্বরূপ অতি প্রয়োজনীয় অংশ' বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত এবং শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. দুর্গাদাস বসুর মতে, মৌলিক অধিকার হলো এমন এক অধিকার যা দেশের লিখিত সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। মৌলিক অধিকারগুলিকে 'মৌলিক' বলা হয়, কারণ সাধারণ অধিকার আইনসভার মাধ্যমে পাশ হওয়া সাধারণ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয়, কিন্তু মৌলিক অধিকার সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। সংবিধান সংশোধন ছাড়া অন্যকোন পদ্ধতিতে একে পরিবর্তন করা যায় না। তাই মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বা মৌলিক অধিকার খর্বকারী কোনো আইন প্রণীত হলে তা বাতিল হতে পারে।

'মৌলিক অধিকার' সমূহের মূল বৈশিষ্ট্য (Basic features of Fundamental Rights):

ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও ঘোষিত মৌলিক অধিকারগুলির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলি হল;

(১) সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ: মৌলিক অধিকারগুলিকে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ করা হয়েছে। এই আধারে কোন আইন দ্বারা এই অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া যায় না। আইনসভায় পাশ হওয়া কোন আইন অধিকার গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সেই আইন বাতিল হয়ে যায়।

(২) বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও তত্ত্বের প্রভাব: ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করার সময় সংবিধান-রচয়িতারা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান ও রাজনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অধিকারের সনদ' (Bill of Rights), মানবাধিকার সংক্রান্ত ফরাসি ঘোষণা, ডাইসি-র 'আইনের অনুশাসন' তত্ত্ব, আয়ারল্যান্ডের সংবিধান, এবং সাম্যনীতির ধারণা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

(৩) অধিকারগুলি আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত: মৌলিক অধিকারগুলি ভারতের গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ১৩ নং ধারায় অধিকারগুলিকে আইনসভার হাত থেকে মুক্ত রাখা ও যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনসভা মৌলিক অধিকারগুলির সাথে অসংগতিপূর্ণ কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না।

(৪) আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য: ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি বিচার বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রয়োজনীয় অবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট ৩২ নং ধারা অনুসারে এবং হাইকোর্ট ২২৬ নং ধারা অনুসারে লেখ (Writ) জারির মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে পারে।

(৫) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের অভাব: সংবিধান শুধুমাত্র আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। কাজের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের মত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

(৬) সর্বজনীন নয়: কতকগুলি মৌলিক অধিকার ভারতের সকল নাগরিক ও বিদেশীরা সমানভাবে ভোগ করে থাকে। যেমন — আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলো অধিকার কেবল ভারতীয় নাগরিকরা ভোগ করতে পারে, যেমন — বাক্ স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার, ভারতের যে কোন স্থানে যাতায়াত ও বসবাসের অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার ইত্যাদি।

(৭) অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত নয়: চরম বা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাকে ডেকে আনতে পারে। তাই ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারের উপর কিছু কিছু যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য এ সমস্ত বাধানিষেধগুলির বৈধতা এবং যৌক্তিকতা আদালত পর্যালোচনা করে দেখতে পারে।

(৮) ইতিবাচক ও নেতিবাচক: ইতিবাচক মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। উদাহরণ হিসাবে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি। নেতিবাচক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের উপর বেশকিছু বাধানিষেধ আরোপ করে এবং নাগরিকদের স্বাধীনতাভোগ সংযত করে। যেমন — রাষ্ট্র কোনভাবেই নাগরিকদের আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইনে দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার অস্বীকার করতে পারে না।

(৯) জরুরি অবস্থায় বলবৎযোগ্য নয়: সাধারণ অবস্থায় মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করতে পারেন যে জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালিন সময়ে কোন মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা যাবে না। (৩৫৯ ধারা), তবে ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনে বলা হয়েছে যে, কোনো অবস্থাতেই ২১ নং ধারার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার স্থগিত রাখা যাবে না।

(১০) সংশোধনযোগ্য: পার্লামেন্ট বিভিন্ন সময়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে মৌলিক অধিকারগুলি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। শঙ্করী প্রসাদ (১৯৫১) এবং সজ্জন সিং মামলায় (১৯৬৪) সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে সংসদ মৌলিক অধিকার সমেত সংবিধানের

যে কোন অংশ সংশোধিত করতে পারে। কিন্তু গোলকনাথ মামলায় (১৯৬৭) সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় মৌলিক অধিকার সংশোধনের এক্তিয়ার সংসদের নেই। সংবিধানের ২৪ তম সংশোধনের (১৯৭১) মাধ্যমে সংসদকে মৌলিক অধিকার সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সংবিধান সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতিকে সম্মতি দিতে বাধ্য করা হয়। কেশবানন্দ ভারতী মামলায় (১৯৭৩) সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় সংবিধানের 'মৌলিক কাঠামো' অপরিবর্তিত রেখে ভারতের সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারে এবং সংবিধান সংশোধনের বিচারের ক্ষমতা আদালতের আছে।

(১১) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : (i) মৌলিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ভিত্তিতে এগুলি স্বীকৃত ও ঘোষিত। (ii) মৌলিক অধিকারগুলি ব্যক্তিস্বার্থকে রক্ষা করে, সেইসঙ্গে সমগ্র সমাজের স্বার্থের সাথে যাতে সংঘাত না হয় সেজন্য কিছু যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপিত করেছে। (iii) মৌলিক অধিকারের ঘোষণা থাকলেও কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে উল্লেখ নেই।

ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights guaranteed in the Constitution of India) :

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part - III) ১২-৩৫ ধারায় মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতের মূল সংবিধানে সাত প্রকার মৌলিক অধিকার উল্লেখ ছিল। ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। বর্তমান সম্পত্তির অধিকার সাধারণ আইনত অধিকারে পরিণত হয়েছে (৩০০ ধারা)। বর্তমান ছয় প্রকার মৌলিক অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আছে।

(১) সাম্যের অধিকার (Right to ~~Freedom~~ Equality) — ১৪ থেকে ১৮ ধারা।

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) — ১৯ থেকে ২২ ধারা।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) — ২৩ ও ২৪ ধারা।

(৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) — ২৫ থেকে ২৮ ধারা)।

(৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights) — ২৯ ও ৩০ ধারা।

(৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies) — ৩২ থেকে ৩৫ ধারা।

সাম্যের অধিকার (Rights of Equality):

সাধারণভাবে সাম্য হলো সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য উপযোগী প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতি। অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান হলো সাম্য। সাম্যের অধিকার হলো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম লক্ষণ। ভারতের সংবিধানে ১৪ থেকে ১৮ ধারায় সাম্যের অধিকারকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(১) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য:

১৪ ধারায় দুধরনের সাম্যের কথা বলা হয়েছে, (ক) 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' (equality before the laws) এবং (খ) 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া' (equal protection of laws)। ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির এই অধিকার অস্বীকার করতে পারে না। এমনকি বিদেশীরাও এই অধিকার ভোগ করতে পারেন। 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' — এই ধারণাটি ব্রিটেনের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতি অনুসরণে রচিত। ~~ডাইসির মতে, 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' বলতে বোঝায়~~ বিচারপতি সুব্বা রাও 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' কে নেতিবাচক ধারণা বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, এর অর্থ হল, কেউই বিশেষাধিকার (privilege) ভোগ করতে পারবে না, সকল ব্যক্তি দেশের সাধারণ আইনের কাছে সমানভাবে অনুগত থাকবেন। ধর্ম, পদমর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তি সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ আদালতের কাছে একই রকম বেআইনি কাজের জন্য সকলকেই সমানভাবে দায়ী থাকতে হয়।

ব্যতিক্রম :

(১) রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল পদবিশেষবলে যে সমস্ত প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করে থাকেন, তার জন্য আদালতে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন।

(২) রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল স্বপদে থাকাকালীন তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যায় না।

(৩) তাঁদের পদে থাকাকালীন গ্রেফতার করা যায় না।

(৪) বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ার থেকে মুক্ত।

☐ 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া' — এই ধারণাটি মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন থেকে এটি গৃহীত। এটি একটি ইতিবাচক ধারণা। এর অর্থ, সমান অবস্থায় সমপর্যায়ভুক্ত সব ব্যক্তির প্রতি আইন সমান আচরণ করবে এবং সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।

ব্যতিক্রম :

রাষ্ট্র যুক্তিযুক্তভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত করতে পারে এবং পৃথক পৃথক শ্রেণির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পৃথক আইন প্রণয়ন করতে পারে। যেমন, আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে নাগরিকদের আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে বিভিন্ন হারে আয়কর ধার্য করা হয়।

(২) রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ :

১৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ এবং জন্মস্থানজনিত কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না [১৫(১) ধারা]। কোন নাগরিককে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ এবং জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে দোকান, সাধারণের ব্যবহার্য রেঁস্তোরা, হোটেল ও বিনোদনের জায়গা এবং কূপ, জলাশয়, স্নান ঘাট, রাস্তা ও আশ্রয়স্থল ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না [১৫(২) ধারা]। রাষ্ট্র স্ত্রীলোক, শিশু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে [১৫(৩)]।

ব্যতিক্রম : রাষ্ট্র স্ত্রীলোক, শিশু, অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ, তফসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(৩) চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকার ঃ

১৬ ধারায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকার - এর কথা উল্লেখ আছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে জাতি, স্ত্রী, পুরুষ, বংশ, বর্ণ অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।

ব্যতিক্রম ঃ রাষ্ট্র কোন অনুন্নত জাতি বা শ্রেণীর জন্য চাকরি বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(৪) অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধকরণ ঃ

১৭ ধারায় অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সমাজ জীবনে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে, স্বাধীন ভারতের সমাজ জীবন থেকে তাকে চিরতরে মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধানে এ ধারায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫) পদবি বা উপাধি গ্রহণ নিষিদ্ধ ঃ

১৮ ধারায় উল্লেখ আছে, কোন ভারতীয় নাগরিক দেশীয় বা বিদেশী পদবি বা উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু, সামরিক বা শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক উপাধির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

ভারতীয় সংবিধানের ১৯-২২ ধারায় ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে স্বাধীনতার অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সংবিধানের ১৯ ধারায় ৬ প্রকার স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যথা,- (১) বাকস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার; (২) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার; (৩) সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার; (৪) ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করার অধিকার; (৫) ভারতের যে-কোনো অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার; (৬) যে-কোনো বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার।

[১৯ (১) (ক) ধারা]

(১) বাক স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার [১৯(১)ধারা] ঃ

একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জীবনের জন্য বাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার একান্ত অপরিহার্য। ভারতের জনগণ নিজের চিন্তাধারা ও বিবেকবুদ্ধি অনুসারে মতামত প্রকাশ করতে পারেন। মতামত চিঠিপত্র, পত্রপত্রিকা, পুস্তক কিংবা সংবাদপত্রের মাধ্যমে

লিখিত আকারে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন। অথবা ~~[illegible]~~ সভাসমিতি, আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক সভায় কিংবা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও মৌখিক মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন। সরকারের ত্রুটিগুলির সমালোচনা করে সরকারকে সংযত করতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম গুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে এই অধিকারগুলির উপর কিছু যুক্তিসংগত বাধানিষেধ উল্লেখ আছে। (i) ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা; (ii) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা; (iii) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সংরক্ষণ; (iv) দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা; (v) শালীনতা বা সদাচার (decency or morality) রক্ষা; (vi) আদালত অবমাননা প্রতিরোধ; (vii) মানহানি প্রতিরোধ; (viii) অপরাধমূলক কার্যে প্ররোচনাদান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সাধারণ অবস্থাতেও বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ বা খর্ব করতে পারে [১৯(২) ধারা]।

(২) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার [১৯(১)(খ) ধারা]:

ভারতীয় নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সংবিধানে এই অধিকারের উপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন — (i) সভা সমাবেশ শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হতে হবে। (ii) জনশৃঙ্খলা, ~~প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। (iii) ভারতের~~ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে [১৯(৩) ধারা]।

(৩) সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার [১৯(১)(গ)]:

ভারতের নাগরিকরা স্বাধীনভাবে যেকোনো সংঘ বা সমিতি গঠন করতে পারবেন। শ্রমিক সংঘ, ক্রীড়া সংঘ, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংঘ বা সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি গঠনের অধিকার এর অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এই অধিকারটি নিরঙ্কুশ নয়। এক্ষেত্রেও কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন— (i) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, নীতি-বিগর্হিত উদ্দেশ্যে গঠিত কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নকারী সংঘ বা সমিতির উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। (ii) দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে সরকার এই অধিকার সংকোচন করতে পারে [১৯ (৪) ধারা]।

(৪) ও (৫) ভারতের সর্বত্র চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার [১৯ (১) (ঘ) ধারা]ঃ

ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার এবং যেকোন অঞ্চলে বসবাস করার অধিকারকে ভারতীয় নাগরিকদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রেও কিছু বাধানিষেধ আছে। যেমন— (i) জনস্বার্থে এবং (ii) তফসিলীভুক্ত উপজাতিগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে [১৯ (৫) ধারা]।

~~(৬) বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের অধিকার~~

(৬) যে-কোন বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার [১৯ (১) (ছ) ধারা]ঃ

প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক নিজের পছন্দমতো বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকারী।

কিন্তু জনস্বার্থে এই অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন— (i) জনস্বার্থ বিরোধী যে কোন বাণিজ্যে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে। (ii) বিভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে কর্মীর যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারের আছে [১৯ (৬) ধারা]।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সংবিধানের ১৯(১) ধারায় নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে, সেইসঙ্গে ১৯(২-৬) ধারায় অধিকারগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। তবে স্বাধীনতার উপর আইন কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধগুলি যুক্তিসংগত কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের আছে। সুপ্রিমকোর্টের মতে, একটি বাধানিষেধ তখনই 'যুক্তিসংগত' বলে বিবেচিত হবে, যখন তা ব্যক্তিগত অধিকার এবং সমাজের অধিকারের মধ্যে যথার্থ সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

নাগরিকদের স্বাধীনতা যথার্থভাবে সংরক্ষণের জন্য আরও কয়েকটি ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে। এগুলি হল —

দোষী সাব্যস্ত করা ও শাস্তিদান-সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি :

২০(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনভঙ্গের অপরাধে কোনো ব্যক্তিকে কেবল প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ, যে সময়ে অপরাধ সেই সময়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করতে হবে।

20(2) ধারায় বলা হয়েছে যে, একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত বা দণ্ডিত করা যাবে না।

২০(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার :

২১ ধারায় বলা হয়েছে যে, 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' (Procedure Established by Law) ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' বলতে বোঝায়, যে আইন অনুসারে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হবে, সেই আইনটি বৈধ আইনসভা কর্তৃক নিয়মসম্মতভাবে প্রণীত হয়েছে কি না, কেবল তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের থাকবে। কিন্তু কোনো আইন স্বাভাবিক ন্যায়নীতিবোধের (Natural Justice) বিরোধী কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা ভারতীয় বিচার বিভাগের নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগ 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (Due Process of Law) অনুসারে আইনটি 'স্বাভাবিক ন্যায়নীতিবোধ' এর বিরোধী কিনা তা বিচার করার ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। এক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ জাপানি সংবিধানের ৩১ ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' কে সংবিধানে স্থান দিয়েছেন।

2002 সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ২১ (ক) ধারাটি সংযোজিত হয়েছে। এই ধারায় শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক (free and compulsory) শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করবে।

গ্রেপ্তার ও আটক-সম্পর্কিত নিয়মাবলি:

ভারতীয় সংবিধানের 22 ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, (i) যুক্তিসংগত কারণ না দেখিয়ে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। আটক বা গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে তার উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে [22(১) ধারা]। (ii) গ্রেপ্তার করার 24 ঘন্টার মধ্যে আটক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া তাকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোনোভাবেই আটকে রাখা যাবে না [22 (2) ধারা]। (iii) 'নিবর্তনমূলক আটক আইন' (Prevention Detention Act) এবং শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী (enemy alien) আইনে আটক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলি প্রযোজ্য হবে না [22(৩) ধারা]।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) :

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থায় কোনোরকম শোষণ একেবারে কাম্য নয়। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে 23 ও 24 ধারায় সংবিধানে উল্লেখিত হয়েছে।

সংবিধানে 23(1) ধারায় মানুষ নিয়ে ব্যবসা অর্থাৎ মানুষ ক্রয়বিক্রয়, বেগার খাটানো কিংবা জোরপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই অধিকারের কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন—(i) জনস্বার্থের প্রয়োজনে রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও শ্রেণি নির্বিশেষে সবাইকে শ্রমদানে বাধ্য করতে পারে। (ii) সামরিক শিক্ষাগ্রহণ কিংবা সমাজসেবামূলক কাজকে বাধ্যতামূলক করে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে।

সংবিধানে 24 ধারায় শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, 14 বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা কিংবা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)

ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। ~~সংবিধানে~~ ~~সংবিধানে~~ ~~তবে~~ ভারতে কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সংবিধানের 25-28 নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার উল্লেখ হয়েছে। নাগরিক ও বিদেশী সকল ব্যক্তির জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

~~ধর্মপালন~~

(1) ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা :

সংবিধানের 25(1) ধারায় বলা হয়েছে, বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার, ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা সব নাগরিকদের আছে। তবে জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা বা সামাজিক নীতিবোধ এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র এই অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

২৫(২) ধারায় বলা হয়েছে, ধর্মাচরণের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিত্ত-সম্বন্ধীয় বা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়া সমাজকল্যাণ ও সমাজ-সংস্কারের জন্য এবং জনগণের জন্য নির্মিত হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দরজা সকল শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য খুলে দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(২) ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অধিকার :

২৬ ধারা অনুসারে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার যে কোনো গোষ্ঠী যেসমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকে, সেগুলি হল; (i) ধর্ম বা দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ~~করতে পারবে~~। (ii) নিজেদের ধর্ম-বিষয়ক কার্যকলাপ নিজেরাই পরিচালনা করবে। (iii) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ভোগদখল করতে পারবে। (iv) আইন অনুসারে সম্পত্তি পরিচালনা করা।

(৩) ধর্মীয় কর আদায় নিষিদ্ধ :

২৭ ধারা অনুসারে, কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর প্রদানে বাধ্য করা যাবে না।

(৪) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষাদান নিষিদ্ধ :

২৮ ধারা অনুসারে, সরকারি অর্থে পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা প্রদান করা যাবে না। একইভাবে ধর্মীয় উপাসনায় যোগদান করার জন্য কোনো শিক্ষার্থীকে বাধ্য করা যাবে না।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights):

সংবিধানের ২৯-৩০ ধারায় সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকারগুলির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই ধারা দুটিতে বলা হয়েছে; —(i) সব শ্রেণীর নাগরিক নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে পারবে [২৯ (১) ধারা]।

(iii) সমস্ত ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার আছে [৩০(১) ধারা]।

(iv) সংখ্যালঘুদের পরিচালনাধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম বৈষম্য করা চলবে না [৩০ (২) ধারা]।

(ii) সরকার পরিচালিত অথবা সরকারের কাছে অনুদান প্রাপ্ত কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কোনো নাগরিককে ধর্ম, জাত-পাত, বংশ বা ভাষার কারণে ভর্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না [২৯ (২) ধারা]।

(v) রাষ্ট্র সংখ্যালঘু শ্রেণির কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে চাইলে তাকে পুরো ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে [৩০(১) (ক) ধারা]।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies):

ভারতীয় সংবিধান নাগরিকদের জন্য শুধুমাত্র মৌলিক অধিকার দেয় নি, এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে অথবা এই অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে তার প্রতিবিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থাও সংবিধানের ৩২ ধারায় উল্লেখ আছে। সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ ধারায় প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব যথাক্রমে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টকে দেওয়া হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে নাগরিকদের অধিকারগুলির সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা একান্ত অপরিহার্য। ড. আম্বেদকর ৩২ ধারায় বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারকে 'সংবিধানের আত্মা ও প্রাণকেন্দ্র' (the very soul of the Constitution and the very heart of it) বলে বর্ণনা করেছিলেন।

সংবিধানের ৩২ ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারেন। সুপ্রিমকোর্ট এই অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য 'বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ', 'পরমাদেশ', 'প্রতিষেধ', 'অধিকার-পৃচ্ছা', এবং 'উৎপ্রেষণ' প্রভৃতি লেখ (Writ), নির্দেশ (Direction) বা আদেশ (Order) জারি করতে পারে। অনুরূপভাবে 226 ধারা অনুসারে অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্ট আদেশ বা নির্দেশ জারি করতে পারে।

~~আদেশ, নির্দেশ বা লেখ~~

(1) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ (Hebeas Corpus): এর অর্থ হল 'আটক ব্যক্তিকে আদালতে সশরীরে হাজির করা'। আটক ব্যক্তি আবেদন জানালে আদালত এই লেখ জারি করে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেয়। আদালত বিচার করে দেখে যে, আবেদনকারীকে বেআইনিভাবে আটক করা হয়েছে কিনা। তবে দুটি ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট এই লেখ জারি করতে পারে না, যথা— (ক) আদালতের নিজস্ব প্রক্রিয়ার বাইরে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে। (খ) ফৌজদারি অপরাধের জন্য কোনো আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুক্তির জন্য সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট এই লেখ জারি করতে পারে না।

(2) পরমাদেশ (Mandamus): এই শব্দটির অর্থ 'আমরা আদেশ দিচ্ছি' (We order)। সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট কোনো অধস্তন আদালত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য পরমাদেশ জারি করতে পারে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি বা অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পরমাদেশ জারি করার ক্ষমতা নেই।

(৩) প্রতিষেধ (Prohibition) : এর অর্থ 'নিষেধ করা'। সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট এই আদেশ জারি করে কোনো অধস্তন আদালতকে তার এক্তিয়ার-বহির্ভূত কাজকর্ম করতে নিষেধ করে দেয়।

(৪) অধিকার-পৃচ্ছা (Quo-warranto) : এর অর্থ 'কোন্ অধিকারে'। কোনো ব্যক্তি যে পদ অধিকার করে আছে সেই পদের জন্য তার দাবি কতখানি যুক্তিসংগত, তা সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট খতিয়ে দেখে। দাবিটি অবৈধ বলে মনে করলে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দিতে পারে।

(৫) উৎপ্রেষণ (Certiorari) : এর আক্ষরিক অর্থ হল 'বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া'। উৎপ্রেষণের মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট নিরপেক্ষ বিচারের জন্য কোনো মামলা নিম্নতন আদালত থেকে ঊর্ধ্বতন আদালতে স্থানান্তরিত করতে পারে। অন্যদিকে, নিম্ন আদালতের যে-কোনো বেআইনি সিদ্ধান্ত বা আদেশ এই লেখ-র সাহায্যেই বাতিল করে দেওয়া সম্ভব হয়।

মৌলিক অধিকারসমূহের সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা : (Limitations and Criticisms of Fundamental Rights) :

সংবিধান স্বীকৃত ও সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলি বিভিন্ন বিধিনিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অধিকারগুলির উপর বিধিনিষেধ এতোই অত্যাধিক এবং এতোই বিভ্রান্তিকর যে অধিকার প্রয়োগের জন্য অনেকগুলি পূর্বশর্তের কারণে অধিকারগুলি ইতিবাচক ও নেতিবাচক মনে হতে শুরু করে। অনেক সমালোচকদের মতে, সংবিধান এক হাতে জনগণকে এই অধিকারগুলি প্রদান করে এবং একই সংবিধান অন্য হাত দিয়ে জনগণের কাছ থেকে অধিকারগুলি কেড়ে নেয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার (যেমন — কাজের অধিকার, অবসরের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ইত্যাদি) থেকে মৌলিক অধিকারগুলি রাজনৈতিক অধিকারগুলির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

মৌলিক অধিকারগুলি এবং তার সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা', 'জনশৃঙ্খলা' এবং 'নৈতিকতা' অতুগ্রহ ব্যাপক অর্থবহ। 'যৌক্তিক বিধিনিষেধ' এবং 'জনশৃঙ্খলার স্বার্থে' এর মতো বাক্যাংশগুলির অর্থ সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি এবং এই অস্পষ্টতা অপ্রয়োজনীয় মামলার পরিস্থিতি তৈরী করে।

'নিবর্তনমূলক আটক আইন' (Preventive Detention), 'আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা আইন' (Maintenance of Internal Security Act - MISA, 1974), ও 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' (National Security Act - NSA, 1980) ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন নাগরিকদের অধিকারগুলির উপর বাধানিষেধ আরোপ করার সুযোগ আছে, তেমনি জরুরী অবস্থায় সংবিধানের ৩৫৮ ও ৩৫৯ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন (শুধুমাত্র 20 ও 21 নং ধারা ব্যতিত)। এমনকি 32 ধারায় উল্লেখিত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকারটির

উপরন্তু বাধানিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে। অতএব জরুরী অবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির অপমৃত্যু ঘটার চরম সম্ভাবনা দেখা যায়। এক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জনমত গঠন এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আরও দৃঢ় ও কার্যকর করার জন্য স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলেও দেশের দুর্বল ও দরিদ্র মানুষ বিচার-বিভাগীয় সংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত মামলাগুলি সুপ্রিমকোর্ট [illegible] দ্বারা [illegible] নিষ্পত্তির জন্য অত্যধিক সময় নিয়ে নেয়, যা মানুষের ন্যায়বিচারের অধিকারকে একপ্রকার অস্বীকার করে।

মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব (Importance of Fundamental Rights):

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানের তৃতীয় অংশে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মানবিক মর্যাদা রক্ষার জন্য মৌলিক অধিকারগুলি অপরিহার্য। সংবিধানের ১৩ ধারায় অধিকারগুলিকে আইনসভার হস্তক্ষেপ থেকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ভারতে যেসব আইন কার্যকর ছিল, সেগুলি মৌলিক অধিকারের সাথে অসংগতিপূর্ণ হলে তা বাতিল হবে। তাছাড়া মৌলিক অধিকারের সাথে অসংগতিপূর্ণ কোন আইন রাষ্ট্র প্রণয়ন করতে পারে না। যদিও পার্লামেন্ট সংবিধানের ৩৬৮ ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করতে পারে কি না, এ নিয়ে পার্লামেন্ট ও সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিরোধ দেখা গেছে। ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায়, সুপ্রিমকোর্টের রায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে মৌলিক অধিকার সংশোধনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। কিন্তু সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (basic structure) পরিবর্তন করা যাবে না।

তাছাড়া, সংবিধানে মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভারতে মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করতে সংবিধানের ৩২ ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ও ২২৬ ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জনস্বার্থ মামলা দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের অধিকারকে অনেকটা সুরক্ষিত করেছে। মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারী কর্মনীতি থেকে কেবল ব্যক্তিদের রক্ষা করেনি, অধিকার রক্ষায় কিছু ধারা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও বলবৎযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, সংবিধান অস্পৃশ্যতা বিলোপ করে ~~এবং বেগার খাটানো~~ (১৭ ধারা) এবং বেগার খাটানো নিষিদ্ধ করে (২৩ ধারা)। এই বিধানগুলি রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography):

- Austin, Granville (1999). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press.

- Basu, Durga Das (1999). Introduction to the Constitution of India (15th ed.). Prentice Hall of India.

- Basu, Durga Das (2003). Shorter Constitution of India (13th ed.). Wadhwa & Co.

- Constitution of India - Part-III, Fundamental Rights.

- Pylee, M. V. (1999). India's Constitution. S. Chand and Company.

- Sharma, Brij Kishore (2011). Introduction to the Constitution of India (6th ed.). PHI Learning Private Limited.

(* কোনও ২টি বই বাংলা হবে *)

- প্রামানিক, নিমাই (২০১৪), ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা, (দশম সংস্করণ), ছায়া প্রকাশনী।

- মহাপাত্র, অনাদিকুমার (২০০৯), ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, (সপ্তম সংস্করণ), সুহৃদ পাবলিকেশন।

- মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার (২০১৭), ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা, শ্রীধর পাবলিশার্স।

- রায়, সুবীর এবং বিশ্বনাথ ঘোষ (২০১১), ভারতের সংবিধান এবং এর ক্রমবিবর্তন, প্রগতিশীল প্রকাশক।

- কাশ্যপ, সুভাষচন্দ্র (অনুবাদ পার্থ সরকার) (১৯৯৬), আমাদের সংবিধান, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

- ঘোষ, সোমা, নিবেদিতা পাল এবং রাখী বণিক (2018), ভারতের সংবিধান ও শাসনতন্ত্রের পথ পরিক্রমা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

- • ——— •

(*) এই অংশটি লেখার প্রথমে হবে Title এর পর (*)

মৌলিক অধিকার

অশোক কুমার গিরি, কলেজ শিক্ষক (SACT-1 ~~এস. এ. সি. টি-১~~), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।